

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

60180 - 'সালাতুর রাগায়বে'-এর বদীত

প্রশ্ন

'সালাতুর রাগায়বে' (রাগায়বে নামায) ক'কিনে সুন্নত; যা আদায় করা মুস্তাহাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

সালাতুর রাগায়বে বা রাগায়বে নামায রজব মাসে সংঘটিত বদীতগুলোর একটি। এ বদীতটি রজব মাসের প্রথম জুমাবার রাত্রে মাগরবি ও এশার নামাযের মাঝে সম্পাদিত হয়। এর আগে রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা হয়।

হজিরি ৪৮০ সালের পরে বায়তুল মুকাদ্দাসে সর্বপ্রথম এ বদীত চালু হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, উত্তম তনিপ্রজন্ম কথিবা ইমামগণ এটা করছেন মরম্মে কোন বরণনা নই। এ আমলটি নিন্দনীয় বদীত; প্রশংসিত সুন্নত নয় এটা প্রমাণতি হওয়ার জন্য এ দলিলটিই যথেষ্ট।

আলমেগণ আমল থেকে সাবধান করছেন এবং উল্লেখ করছেন যে, এটা ভ্রষ্ট বদীত।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৩/৫৪৮) বলেন:

“সালাতুর রাগায়বে নামে পরিচিত রজব মাসের প্রথম জুমার রাত্রে মাগরবি ও এশার মাঝে আদায়কৃত ১২ রাকাত এবং অর্ধ শাবানে আদায়কৃত ১০০ রাকাত নামাযদ্বয় গ্রহণিত দুটি বদীত। ‘কুতুল কুলুব’ কতিবে কথিবা ‘ইহইয়াউ উলুমদিদীন’ কতিব-এ নামাযদ্বয়ের উল্লেখ থাকা দ্বারা কথিবা কতিবদ্বয়ে উল্লেখিত হাদিস দ্বারা কটে যনে ভিন্নান্ত না হয়। কারণ এ সংক্রান্ত সবকিছু বাতলি। অনুরূপভাবে কোন কোন আলমেরে কাছ এ নামাযের বধিন অস্পষ্ট থাকার কারণে এ নামায মুস্তাহাব মরম্মে কয়েপাতার যে কতিব লখিছেন সটো দ্বারাও কটে যনে ভিন্নান্ত না হন। কারণ তনি তাত ভুল করছেন। ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বনি ইসমাইল আল-মাকদসি এ নামাযকে বাতলি সাব্যস্ত করে একটি মূল্যবান কতিব লখিছেন এবং তাত তনি খুব সুন্দর ও বস্তিতারতি লখিছেন।”[সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী সহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

“এই বদীত প্রচলনকারীর উপর আল্লাহর লানত হোক। বদীত হচ্ছে- অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। এ আমলটিও সেরকম বদীতসমূহের মধ্য থেকে একটি। একদল আলমে এ বদীতটির নিন্দা করে, এ নামায আদায়কারীর ভ্রষ্টতা তুলে ধরে, তাকে বদীতী সাব্যস্ত করে, এ আমলটি মন্দ ও বাতলি হওয়ার প্রমাণাদি উল্লেখ করে অগণতি বই রচনা করছেন। [সমাপ্ত]

ইবনে আবদৌন তার রচি ‘হাশিয়া’ তে (২/২৬) বলেন: “ ‘আল-বাহর’ গ্রন্থে বলছেন: এ আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, রজব মাসের প্রথম জুমাবার পালনকৃত ‘সালাতুর রাগায়বে’ আদায় করার একত্রি হওয়া গরহতি ও বদীত...।

আললামা নুর উদ্দীন আল-মাকদসি এ বিষয়ে সুন্দর একটি কতিব লিখেছেন। সটির নাম দিয়েছেন: ‘রাদউর রাগবি আন সালাতরি রাগায়বে’। স কতিবে তিনি চার মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেদের বক্তব্য সংকলন করেছেন।” [সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

ইবনে হাজার হাইতামি (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয় যে, সালাতুর রাগায়বে কি জামাতের সাথে আদায় করা জায়যে হবে; নাকি নয়?

জবাবে তিনি বলেন: “ ‘সালাতুর রাগায়বে’ অর্ধ শাবানের রাতের আদায়কৃত নামাযের ন্যায় নিন্দিত দুটি বদীত। এ সংক্রান্ত হাদিস মাওয়ু (বানোয়াট)। এ দুটি আমল একাকী বা জামাতের সাথে পালন করা গরহতি।” [সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া (১/২১৬)]

ইবনুল হাজ্জ আল-মালকে ‘আল-মাদখাল’ নামক কতিবে (১/২৯৪) বলেন: এই মহান মাসে (বুঝতে চাচ্ছেন রজব মাস) লোকেরা যে বদীতগুলো চালু করেছে: এ মাসের প্রথম জুমার রাতের পাঞ্জগোনা মসজদি ও জামে মসজদিগুলোতে ‘সালাতুর রাগায়বে’ আদায় করা। লোকেরা বিভিন্ন শহরে জামে মসজদি ও পাঞ্জগোনা মসজদি একত্রি হয় এবং এ বদীত পালন করে। জামাতে নামায আদায় করা হয় এমন মসজদিগুলোতে তারা ইমামের নেতৃত্বে জামাতের সাথে এ নামায আদায় করে যেনে এটি শরিয়ত স্বীকৃত কোন নামায...। ইমাম মালকে (রহঃ) এর মাযহাব হচ্ছে- সালাতুর রাগায়বে আদায় করা গরহতি। কেননা পূর্ববর্তীরা এ নামায আদায় করেনি। সকল কল্যাণ হচ্ছে তাঁদের অনুসরণে।” [সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: পক্ষান্তরে, জিজ্ঞাস্য নামাযের মত নরিদ্ষিট সময়ে, নরিদ্ষিট সংখ্যায়, নরিদ্ষিট ক্বরীতে জামাতের সাথে নামায সৃষ্টি করা: যমেন- রজব মাসের প্রথম জুমাবার সালাতুর রাগায়বে, রজব মাসের

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

প্রথম দনি এক হাজার রাকাত নামায, অর্ধ শাবানে নামায, রজব মাসরে সাতাশ তারখিরে নামায ইত্যাদি ইসলামের ইমামগণেরে সর্বসম্মতকিরমে শরয়িত স্বীকৃত নয়। যমেনটিনির্ভরযোগ্য আলমেগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করছেন। এ ধরণের আমল কোন মূর্খ বদিতী ছাড়া অন্য কটে চালু করতে পারে না। এ ফটক উন্মুক্ত করা ইসলামী শরয়িতকে বকিত করা অবধারতি করবে এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া যারা ধর্মকে পরবির্তন করছে তাদেরে কর্মে অংশীদারতি গ্রহণ করা হবে।

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৩৯)]

শাইখুল ইসলামকে এ নামায সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

এ নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েননি, সাহাবায়েরে করোম পড়েননি, তাবয়ীগণ পড়েননি, মুসলিমি উম্মাহর ইমামগণ পড়েননি; এ নামাযেরে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেননি, সলফে সালহীনদেরে কটে উদ্বুদ্ধ করেননি, কোন ইমাম উদ্বুদ্ধ করেননি এবং তারা এ রাত্রিরি বশিষে কোন ফযলিতও উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণতি হাদিসি সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে পারদর্শীদেরে সর্বসম্মতকিরমে মথিয়া ও বানয়োটি। এ কারণে মুহাক্ককি আলমেগণ বলছেন: এ নামায মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়। [সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৬২)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (২২/২৬২) গ্রন্থে এসছে:

“হানাফি ও শাফয়ী মায়হাবেরে আলমেগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যে, রজব মাসরে প্রথম জুমাবার সালাতুর রাগায়েরে পড়া ও অর্ধ শাবানেরে রাতেরে বশিষে পদ্ধতিতে ও বশিষে সংখ্যক রাকাতেরে নামায আদায় করা গ্রহতি বদিত...।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ারি বলেন: সালাতুর রাগায়েরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নামে বানয়োটি ও মথিয়া। তিনি বলেন: আলমেগণ এ দুটি আমল বদিত হওয়া ও মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে একাধকি দললি উল্লেখ করছেন; তার মধ্যেরে রয়েছে: সাহাবায়েরে করোম, তাবয়ীন এবং তাদেরে পরবর্তীতে মুজতাহদি ইমামগণেরে কারো কাছ থেকে এ নামাযদ্বয়েরে ব্যাপারে কোন বরণনা আসনে। যদি এ নামাযদ্বয় শরয়িত অনুমোদতি হত তাহলে সালাফদেরে এ নামাযদ্বয় ছুটে যত না। বরং এ নামাযদ্বয় ৪০০ হজিরিরি পরে উদ্ভাবতি হয়ছে। [সমাপ্ত]